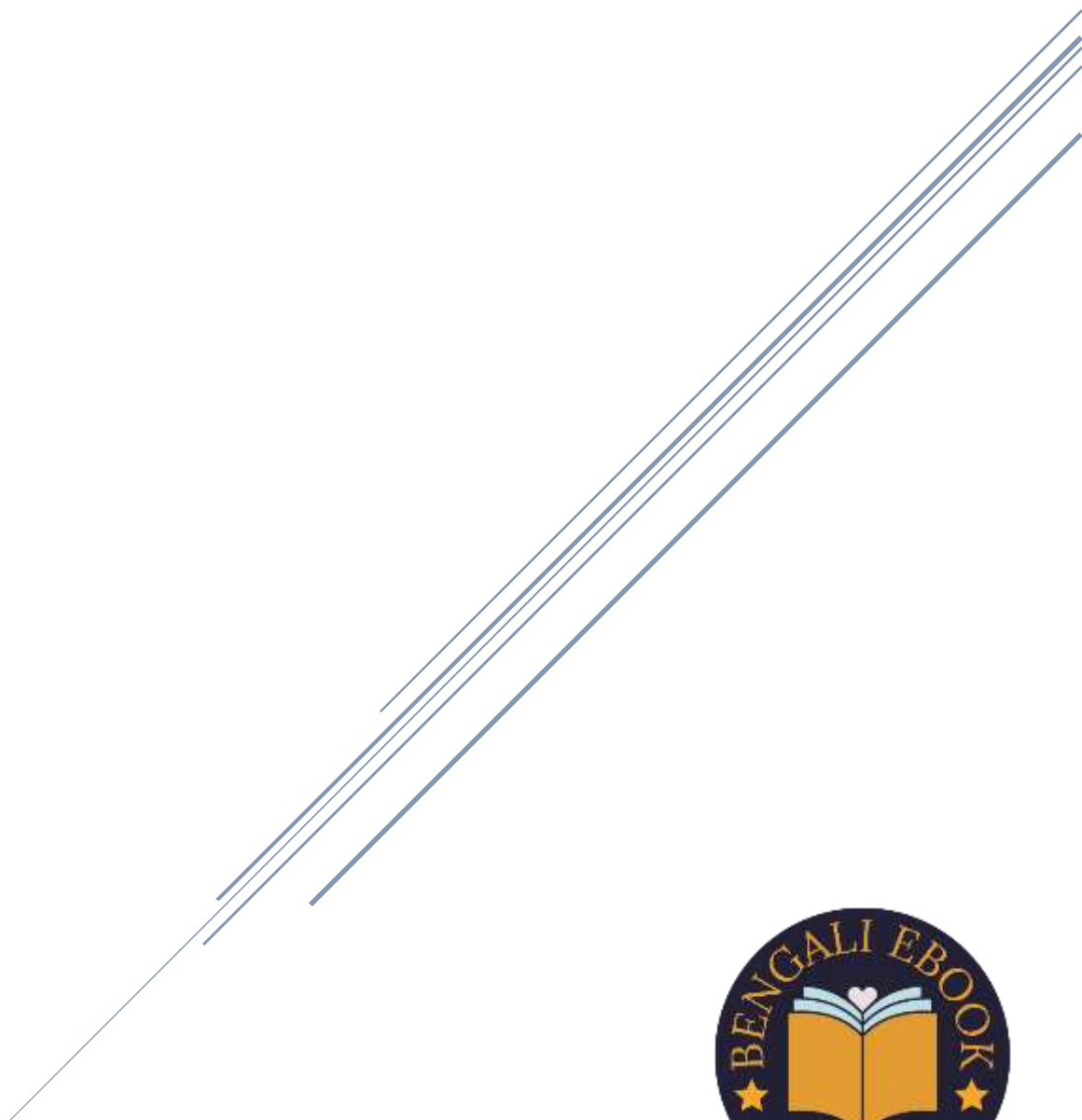


অপ্রচলিত গান

সুকান্ত ভট্টাচার্য



সূচিপত্র

আমরা জেগেছি আমরা লেগেছি কাজে.....	2
জনযুদ্ধের গান.....	3
বর্ষ-বাণী.....	4
যেমন ক'রে তপনটানে জল.....	5
শৃঙ্খল ভাঙা সুর বাজে পায়ে.....	6

আমরা জেগেছি আমরা লেগেছি কাজে

আমরা জেগেছি আমরা লেগেছি কাজে
আমরা কিশোর বীর ।
আজ বাংলার ঘরে ঘরে আমরা যে সইনিক মুক্তির ।
সেবা আমাদের হাতের অস্ত্র
দুঃখীকে বিলাই অন্ন বস্ত্র
দেশের মুক্তি-দূত যে আমরা
স্ফুলিঙ্গ শক্তির ।
আমরা আগুন জ্বালাব মিলনে
পোড়াব শত্রুদল
আমরা ভেঙেছি চীনে সোভিয়েটে
দাসত্ব-শৃঙ্খল ।
আমার সাথীরা প্রতি দেশে দেশে
আজো উদ্যত একই উদ্দেশে—
এখানে শত্রুনিধনে নিয়েছি প্রতিজ্ঞা গম্ভীর

বাঙলার বুকো কালো মহামারী মেলেছে অন্ধপাখা
আমার মায়ের পঞ্জরে নখ বিঁধেছে রক্তমাখা
তবু আজো দেখি হীন ভেদাভেদ !
আমরা মেলাব যত বিচ্ছেদ;
আমরা সৃষ্টি করব পৃথিবী নতুন শতাব্দীর ॥

জনযুদ্ধের গান

জনগণ হও আজ উদ্‌বুদ্ধ
শুরু করো প্রতিরোধ, জনযুদ্ধ,
জাপানী ফ্যাসিস্টদের ঘোর দুর্দিন
মিলেছে ভারত আর বীর মহাচীন ।
সাম্যবাদীরা আজ মহাকুরুদ্ধ
শুরু করো প্রতিরোধ, জনযুদ্ধ ॥
জনগণ শক্তির ক্ষয় নেই,
ভয় নেই আমাদের ভয় নেই ।
নিষ্ক্রিয়তায় তবে কেন মন মগ্ন
কেড়ে নাও হাতিয়ার, শুভলগ্ন ।
করো জাপানের আজ গতি রুদ্ধ;
শুরু করো, প্রতিরোধ, জনযুদ্ধ ॥

বর্ষ-বাণী

যেমন করে তপন টানে জল
তেমনি করে তোমায় অবিরল
টানছি দিনে দিনে
তুমি লও গো আমায় চিনে
শুধু ঘোচাও তোমার ছল ॥

জানি আমি তোমায় বলা বৃথা
তুমি আমার আমি তোমার মিতা,
রুদ্ধ দুয়ার খুলে
তুমি আসবে নাকো ভুলে

যেমন ক'রে তপন টানে জল

যেমন করে তপন টানে জল
তেমনি করে তোমায় অবিরল
টানছি দিনে দিনে
তুমি লও গো আমায় চিনে
শুধু ঘোচাও তোমার ছল ॥

জানি আমি তোমায় বলা বৃথা
তুমি আমার আমি তোমার মিতা,
রুদ্ধ দুয়ার খুলে
তুমি আসবে নাকো ভুলে
থামবে নাকো আমার চলাচল ॥

শৃঙ্খল ভাঙা সুর বাজে পায়ে

শৃঙ্খল ভাঙা সুর বাজে পায়ে
ঝন্ ঝনা ঝন্ ঝন্
সর্বহারার বন্দী-শিবিরে
ধ্বংসের গর্জন ।
দিকে দিকে জাগে প্রস্তুত জনসৈন্য
পালাবে কোথায় ? রাস্তা তো নেই অন্য
হাড়ে রচা এই খোঁয়াড় তোমার জন্ম
হে শত্রু দুঃমন !
যুগান্ত জোড়া জড়রাত্রির শেষে
দিগন্তে দেখি স্তম্ভিত লাল আলো,
রুম্ম মাঠেতে সবুজ ঘনায় এসে
নতুন দেশের যাত্রীরা চমকালো ।
চলতি ট্রেনের চাকায় গুঁড়ায় দম্ভ
পতাকা উড়াই : মিলিত জয়স্তম্ভ ।
মুক্তির ঝড়ে শত্রুরা হতভম্ব ।
আমরা কঠিন পণ